কালের কণ্ঠ ০১.০৮.১৭ (১)

গৃহায়ণ নীতিমালা জারি

জমি ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ফি ভ্যাট ও সুদ কমবে

নিম্নবিত্ত ভর্তুকি পাবে, যৌথভাবে প্লট নেওয়া যাবে

আবুল কাশেম ও তোফাজ্জল হোসেন রুবেল ▷

জমি ও নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও করের কারণে আবাসন সংকট জটিল হয়ে উঠছে। শহরের বেশির ভাগ মানুষ সামর্থ্যের অভাবে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে পারছে না, ভাড়া বাড়িতেও থাকার সামর্থ্য হারাচ্ছে তাদের অনেকে। কারণ বাড়িভাড়া বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। সারা দেশের নগর এলাকায় সোয়া কোটি ইউনিট গৃহের (ঘর বা ফ্ল্যাট) ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবছর ঘাটতি বাড়ছে ১০ লাখ ইউনিট করে। সাধারণ মানুষের এই আবাসন ভোগান্তি হ্রাসে সরকার 'জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা, ২০১৬' প্রণয়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আবাসন ব্যবসায়ী দুই পক্ষেরই আশা, আবাসন নিয়ে মানুষের এখন যে ভোগান্তি হয় নীতিমালার ফলে তা হ্রাস পাবে।

নীতিমালা জারি করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বলেছে, গৃহ নির্মাণ ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি, হস্তান্তর ফি, নিবন্ধন ফি ও বিভিন্ন ধরনের করহার কমানো হবে। সুলভ পদ্ধতিতে জমির নিবন্ধন ও সম্পত্তি হস্তান্তরের স্বার্থে আইন করা হবে। গৃহনির্মাণ ঋণের সুদহার বাণিজ্যিক সুদের হারের চেয়ে কমিয়ে নির্ধারণ করা হবে। সরকার নিম্নবিত্তদের প্লট ও ফ্ল্যাট দিতে ভর্তুকিরও ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া গৃহায়ণ কার্যক্রম ধীরে ধীরে সরকারি খাত থেকে বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করার কথাও বলা হয়েছে নীতিমালায়। নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬